দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV 15 2002

বিআইডিএস বন্ধ করবেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর

গত সপ্তাহে সংবাদপত্রে এ খবরটি দেখে ব্যথিত হয়েছি। কি কারণে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এ কথা বলতে পারলেন? তাঁর আশা অনুযায়ী বিআইডিএস কি আজীবন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে না এখন? না কি অর্থবাবস্থার যে পর্যন্ত উন্নয়ন গত এক বছরে ঘটেছে বলে তিনি দাবি করছেন তা বিআইডিএসের গবেষকদের কথা বা লেখায় প্রতিফলিত হয়নি? জানি না। তবে, জানি, পাশ্চাত্যের উনার শিক্ষাদি শিক্ষিত কোন ব্যক্তি এ ধরনের অবস্থান নিতে পারেন না।

বিআইডিএস বা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শাসক পর্ষদে সাবেক সরকারের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী পদাধীন বলে আমি প্রায় চার বছর সভাপতি হিসাবে কাজ করেছি। এ প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন হতে অর্থ বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসাবে আমার যোগাযোগ সব সময় ছিল। অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের ওপর কৃত গবেষণার ওপর অনেক আলোচনা এবং সংলাপ এ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব আলোচনা ও সংলাপে মাঝে মাঝে উপস্থিত থেকে এ প্রতিষ্ঠানকে একটি অনন্য মুক্ত বুদ্ধিচর্চার প্রজননধর্মী কেন্দ্র হিসাবে আমার মনে হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং এ সব তথ্য উৎসারিত অনুভূতি তাই জনগণের কাছে উপস্থাপন করা আমি কর্তব্য বলে মনে করছি।

১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের করাচীতে এ প্রতিষ্ঠানের আদি অবয়ব ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. নুরুল ইসলাম এর প্রথম পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। ড. নুরুল ইসলাম বিশ্ব বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি এই নিযুক্তির আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবিজ্ঞান বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ছাত্র হিসাবে অর্থবিজ্ঞান শিক্ষার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ড. নুরুল ইসলাম পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান বা মুখ্য নির্বাহী নিযুক্ত হন। ড. নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে এ ইনস্টিটিউটটি ১৯৭০ সালে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ ইনস্টিটিউটকে ভিত্তি করে স্থাপিত হয় বিআইডিএস। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রথিতযশা অর্থ বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে বিআইডিএসের প্রকল্পনাই সোচ্চার হয়ে জানতে পেরেছে: দেখে দেখ বাজার পরনে কাপড় নেই। এ দেশে জনখেলালী সংস্কৃতির বিকাশ এবং কুফলের বিষয়ে বিআইডিএসের গবেষণা পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। দারিদ্র্যবিমোচন বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা ও সীমাবদ্ধতা বিআইডিএসের গবেষণাকর্মীরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষিক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে বিআইডিএসের নিরীক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ নীতি ও কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছে। সেচ প্রসারে, বীজ বিতরণে, মূল্য সহায়কী প্রদানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক বিকাশ অনুগামী কার্যক্রম গনাতকরণ প্রক্রিয়ায় বিআইডিএস আমাদের সঠিক উপাদানাদি দিতে পেরেছে। দেশের বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে বিআইডিএস গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত ও উপাদান সরবরাহ করেছে। যেসব বিদেশী পরামর্শক সম্ভবত বিদ্যমান অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীকে মন্ত্রণা দিচ্ছেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিআইডিএসের গবেষকদের কাছ থেকে নির্যাস নিয়ে তাঁর কাছে গ্রহণীয় ও আদরণীয় হয়েছেন। তিনি এসব জানতে পারেননি কিংবা জানতে চেষ্টা করেননি। সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন কি হবে এসব জেনে? জানার কোন শেষ নেই, জানার চেষ্টা বৃথা, তাই।

বিআইডিএস আইন অনুযায়ী একটি শাসক পর্ষদ দিয়ে পরিচালিত হয়। স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর কাজে হস্তক্ষেপ করার সরকারী পরিধি সীমিত এবং জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তা-ই হওয়া সঙ্গত। শাসক পর্ষদের সভাপতি হিসাবে এর কাজে আমি কোন সরকারী হস্তক্ষেপ উৎসাহিত করিনি; উৎসাহিত করেছি মুক্ত বুদ্ধিচর্চা, নির্মোহ অনুশীলন এবং শঙ্কাবিহীন প্রকাশন। এ ধরনের সকল প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়: এদের কলমের ওপর হাত রেখে, এদের চলনের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে, তোষামোদের পথে প্রাতিষ্ঠানিক গাজর দেখিয়ে এবং এই পথে সফল না হলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে এদের থেকে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সকল যোগ-বিয়োগের হিসাবের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার এ সমীকরণটি যদি মনে রাখেন তাহলে তিনি ভাল করবেন। আর সুশীল সমাজের তরফ থেকে বলা ভাল, বিআইডিএসকে আজ বন্ধ করার হুমকি যদি সমাজ মেনে নেয় তাহলে কাল বিশ্ববিদ্যালয়, অন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ধরনের হুমকির সামনে দাঁড়াবে। হালাকু খানেরা, আঁধার, কুসংস্কার আর কূপমণ্ডূকতার জিগাবাদের ধারক হয়ে ইতিহাসের আবর্জনার উপাদান হিসাবে পতিত হবে ঠিকই, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় সমাজ অজ্ঞানতার কৃষ্ণবিবরে নিমজ্জিত হবে।

বিআইডিএস বাংলাদেশে জ্ঞান উৎপাদন করে, আমরা বিআইডিএসের বাইরে যারা আছি- তারা এই উৎপাদিত জ্ঞানের ভোক্তা। বিদ্যমান অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী উৎপাদিত জ্ঞানের ভোক্তা বা ব্যবহারকারী কতটুকু হবেন তা নির্ভর করবে তাঁর জ্ঞান আত্মীকরণের সক্ষমতার ওপর। এ সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনের দিকে নজর না দিয়ে উৎপাদনকারীকে নিধন করার মানসিকতা থেকে মুক্তি কি তার আসবে? অগ্রিমকাও এক কৃষ্ণবিবর। এ কৃষ্ণবিবর থেকে আলোর পথে এগিয়ে আসা যে আসলে সৃজনশীলতার পথে ধাবমান হওয়া- এ কথাটি কি কোম্পানি বিশেষের লাভ-লোকসানের খাতওয়ারী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়? মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীর জন্য এবং তাঁর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও বিআইডিএস নিধনকর্মে তাঁর দম্ভোক্তির বিপরীতে৯৯লে বাক ও বিবেকের প্রত্যয় ও উপাত্তের অবাধ প্রকাশনার পথে তাদের সাক্ষী। বিআইডিএসকে কেউ বন্ধ করতে, কিংবা বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে বিআইডিএসের গবেষকদের মুখে কুলুপ আঁটতে পারবেন না। কিংবা পোষা পাখির মতো কথা বলাতে পারবেন না।